আর্কাদি গাইদার

নীল পেয়ালা

আর্কাদি গাইদার

নীল পেয়ালা

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: মীরা দাসগুপ্ত
ছবি এঁকেছেন: দ. দুবিনস্কি

Аркадий Гайдар

ГОЛУБАЯ ЧАШКА

На языке бенгали

A. Gaidar

THE BLUE CUP

In Bengali

স্কুলের ছোট বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

আমার বয়েস তখন বত্রিশ বছর, মারুসিয়ার উনত্রিশ, আর আমাদের ছোট্ট স্‌ভেত্‌লানার সাড়ে ছয়।

সে বছর আমি ছুটি পেলাম গ্রীষ্মের শেষে, কাজেই গ্রীষ্মের শেষ গরম মাসটির জন্য আমরা মস্কোর কাছেই বাংলো বাড়ী ভাড়া নিলাম।

আমাতে-স্‌ভেত্‌লানাতে ঠিক হয়েছিল যে আমরা মাছ ধরব, সাঁতার কাটব আর বনে গিয়ে বাদাম কুড়াব, ব্যাঙের ছাতা তুলব। কিন্তু প্রথমেই আমাদের উঠোন সাফ করতে হল, মেরামত করতে হল নড়বড়ে বেড়াটা, কাপড় শুকোনোর দড়ি টাঙাতে হল আর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকতে হল গজাল আর পেরেক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তিত-বিরক্ত হয়ে উঠলাম, কিন্তু মারুসিয়া নিজের জন্য আর আমাদের জন্য একটার পর একটা নতুন কাজ ভেবেই চলল।

আমাদের সব কাজ শেষ হল শুধুমাত্র তিন দিনের দিন বিকেলের দিকে। কিন্তু ঠিক যখন আমরা তিনজনে বেড়াতে বেরোচ্ছি, এমনি সময়ে মারুসিয়ার বন্ধু, সুমেরু অঞ্চলের এক বৈমানিক এল তার সাথে দেখা করতে।

বাগানে চেরীগাছের তলায় অনেকক্ষণ বসে রইল তারা। মনের দুঃখ চাপা দেওয়ার জন্য আমি আর স্‌ভেত্‌লানা উঠোনের চালাটায় গিয়ে একটা কাঠের হাওয়াই লাটিম তৈরি করতে শুরু করে দিলাম।

অন্ধকার হয়ে গেলে মারুসিয়া স্‌ভেত্‌লানাকে ডেকে বলল যে এবার দুধ খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। তারপর মারুসিয়া বন্ধুকে রেল-স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেল।

কিন্তু মারুসিয়াকে ছাড়া আমার ভাল লাগছিল না। আর স্‌ভেত্‌লানাও খালি বাড়িতে একা ঘুমোতে চাইছিল না।

তাই ভাঁড়ারঘর থেকে এক পেয়ালা ময়দা নিয়ে তার উপর ফুটন্ত জল ঢেলে আমরা খানিকটা আঠা তৈরি করলাম।

আমরা লাটিমের গায়ে রঙীন কাগজ এঁটে, ভাল করে সমান করে দিলাম, আর তারপর ধুলোভরা চিলাকোঠা পার হয়ে চালে গিয়ে উঠলাম।

চালের যেখানটায় আমরা ছিলাম, সেখান থেকে পাশের বাড়ির বাগান দেখা যায়। রকের কাছে একটা সামোভার থেকে ধোঁয়া উঠছে, আর বারান্দায় প্রতিবেশী নিজেই বসে আছে, — বুড়ো খোঁড়া লোকটি, বসে বসে একদল ছেলেমেয়েকে বালালাইকা বাজিয়ে শোনাচ্ছে।

হঠাৎ, অন্ধকার দরজা দিয়ে, এক কুঁজো বুড়ি তড়বড় করতে করতে খালিপায়ে বেরিয়ে এল। ছেলেমেয়েদের সে তাড়িয়ে দিল, বুড়োকে বকুনি লাগাল আর খপ্‌ করে এক টুকরো ন্যাকড়া তুলে নিয়ে তাই দিয়ে সামোভার পিটতে শুরু করল, যাতে সেটা আরো শীগ্‌গির ফুটতে শুরু করে।

আমরা হেসে উঠলাম। ভাবলাম যে এইবার হাওয়া দেবে, আমাদের ছোট্ট লাটিমটি তাইতে পাক খেয়ে বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকবে। আর চারদিক থেকে অনেক ছেলেমেয়ে ছুটে আসবে আমাদের বাড়িতে। তখন আমরাও সঙ্গী পাব।

আর কাল করার মত অন্য কিছু ভেবে বের করব আমরা।

আমাদের বাগানে, মাটির তলার স্যাঁতস্যাঁতে গুদামটার কাছে যে ব্যাঙটা থাকে তার জন্য একটা গভীর গুহা খুঁড়তে পারি।

কিম্বা মারুসিয়ার কাছ থেকে শক্ত সুতো চেয়ে নিয়ে ঘুড়ি ওড়াতে পারি — সিলেজ সার ঘরের মিনারটার চেয়েও উঁচুতে, হলুদ পাইনগাছগুলির চেয়েও উঁচুতে, এমন কি দূর আকাশ থেকে যে চিলটা আজ সারাদিন আমাদের বাড়ীওয়ালির মুরগীছানা আর বাচ্চা খরগোশের দিকে নজর রেখেছিল তার চেয়েও উঁচুতে।

কিম্বা কাল ভোরবেলায় নৌকো নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি, আমি দাঁড় বাইব, মারুসিয়া হাল ধরবে আর স্ভেত্লানা হবে যাত্রী, আর নদী বেয়ে অনেক দূর চলে যাব, ঐ যেখানে শুনেছি বিরাট বন আছে আর ঠিক নদীর কিনারায় দুটো ফাঁপা বার্চগাছ আছে, সেই পর্যন্ত। পাশের বাড়ীর মেয়েটি কাল সেখানে তিনটে চমৎকার জাতের ব্যাঙের ছাতা খুঁজে পেয়েছে। দুঃখের কথা হল তিনটেই পোকাওয়ালা।

হঠাৎ, স্ভেত্লানা আমার জামার আস্তিন ধরে টান মারল।

বলল, "বাবা দেখো, ঐ মা আসছে না? সাবধান হওয়া ভাল, না হলে আমরা রীতিমত বকুনি খাব।"

হ্যাঁ, বেড়ার পাশের পথটি বেয়ে আমাদের মারুসিয়াই এগিয়ে আসছে। ও যে এত শীগ্গির ফিরে আসবে তা আমরা ভাবি নি।

আমি স্ভেত্লানাকে বললাম, "ঝুঁকে পড়, হয়তো ও আমাদের দেখতে পাবে না।"

কিন্তু মারুসিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দেখে ফেলল। মুখ তুলে হাঁক ছাড়ল:

"ওখানে চালের উপর কি করছ তোমরা, যত সব অকর্মার দল! বাইরে এখন হিম পড়ছে, আর স্ভেত্লানার অনেক আগেই শুয়ে পড়া উচিত ছিল। আমি বাড়িতে না থাকায় ভারি তোমাদের আনন্দ না? কোনো না কোনো শয়তানিতে মেতে উঠবে একেবারে মাঝরাত অবধি।"

আমি উত্তর দিলাম, "মারুসিয়া, আমরা কোনো শয়তানি করছি না। আমরা আমাদের ল্যাটিম লাগাচ্ছি। শুধু আরেকটুক্ষণ এখানে থাকতে দাও আমাদের। আর শুধু তিনটি পেরেক লাগানো বাকি আছে।"

মারুসিয়া হুকুম দিল, "পেরেক কাল লাগিও, আর এখন নেমে এসো, না হলে আমি সত্যিই রাগ করব।"

স্ভেত্লানা আর আমি মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। আমরা বুঝলাম যে কোনো আশা নেই। কাজেই আমরা নেমে এলাম। কিন্তু রাগ হল আমাদের।

মারুসিয়া স্টেশন থেকে স্ভেত্লানার জন্য মস্ত একটা আপেল আর আমার জন্য এক বান্ডিল তামাক নিয়ে এসেছিল বটে, তবুও রাগ হল।

আর মনের রাগ নিয়েই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে — আরেক নতুন ঝামেলা! আমাদের ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই মারুসিয়া আমাদের কাছে এসে বলল, "ভালয় ভালয় স্বীকার করে

ফেল, শয়তানরা, ভাঁড়ারঘরে আমার নীল পেয়ালাটা ভেঙেছ তো?"

আমি নয়। আর স্‌ভেত্‌লানা বলল যে সেও ভাঙে নি। আমরা পরস্পরের দিকে চাইলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, মারুসিয়া এবার সত্যিই বাড়াবাড়ি করছে।

কিন্তু মারুসিয়া আমাদের কথা বিশ্বাস করল না।

সে বলল, "পেয়ালারা জ্যান্ত নয়। তাদের পা নেই, কাজেই তারা নিজে থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়তে পারে না। আর তোমরা দুজন ছাড়া অন্য কেউ কাল ভাঁড়ারঘরে যায় নি। তোমরা ভেঙেছ আর এখন স্বীকার করছ না। লজ্জাও করে না তোমাদের, কমরেড!"

সকালের জলখাবারের পর মারুসিয়া হঠাৎ সাজগোজ করে শহরে রওনা হয়ে গেল। আমি আর স্‌ভেত্‌লানা বসে বসে সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলাম।

নৌকোয় করে চমৎকার বেড়ানো হচ্ছে বটে!

সূর্য জানলা দিয়ে উঁকি মারছে। চড়ুই-পাখিরা বালি-বিছানো পথের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। মুরগীছানাগুলো কঞ্চির বেড়ার মধ্যে দিয়ে এপার ওপার করছে। কিন্তু তবু আমাদের মনে সুখ নেই।

আমি বলে উঠলাম, "বাঃ! কাল আমাদের চাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। কয়েকদিন আগে আমাদের খালি কেরোসিনের টিনটা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর এখন, কী একটা নীল পেয়ালার জন্য খামোকা বকুনি খেলাম। একে কি সুখের জীবন বলা চলে?"

স্‌ভেত্‌লানা বলল, "মোটেই না, খুব — খু-উ-ব দুঃখের জীবন।"

"শোন্‌, স্‌ভেত্‌লানা। তোর গোলাপী ফ্রকটা পরে নে। উনুনের পেছন থেকে আমার ঝোলাটা বের করে তাতে তোর আপেল, আমার তামাক, এক বাক্স দেশলাই, একটা ছুরি আর একটা পাঁউরুটি ভরে নেব, তারপর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, যেদিকে দুচোখ যায়।"

স্‌ভেত্‌লানা একমুহূর্ত ভেবে নিল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "আর তোমার দুচোখ কোনদিকে যাবে?"

"জানলা দিয়ে বনের মধ্যে যে হলুদ ঘেসো মাঠটা চোখে পড়ে, যেখানে আমাদের বাড়িওয়ালির গরুটা চরছে — এক্কেবারে সেইখানে। আমি জানি ঐ ঘেসো মাঠের পর একটা ডোবায় হাঁস ভেসে বেড়ায়, আর ডোবা পেরিয়ে একটা কল আছে, সেটা জলে চলে, আর কলের পর বার্চকুঞ্জ আছে। বার্চকুঞ্জটা একটা টিলার উপর। কিন্তু টিলার পর কি আছে তা আমারও জানা নেই।"

স্‌ভেত্‌লানা রাজি হয়ে গেল, "আচ্ছা, আমরা রুটি, আপেল আর তামাক নিয়ে যাব। কিন্তু তোমাকে একটা মোটা লাঠিও নিতে হবে, কারণ ঐদিকে পলকান নামে একটা ভয়ানক কুকুর থাকে। ছেলেদের কাছে শুনেছি যে কুকুরটা একজনকে কামড়ে প্রায় শেষ করে এনেছিল।"

তাই-ই করা হল। দরকারি সব কিছু ঝোলাতে ভরে নিয়ে, পাঁচ-পাঁচটা জানলাই বন্ধ করে দু-দুটো দরজাতেই তালা দিয়ে, আমরা চাবিটা রেখে দিলাম রকের নীচে।

"বিদায় মারুসিয়া! যাই বল না কেন, তোমার ঐ পেয়ালা আমরা ভাঙি নি।"

ফটকের ঠিক বাইরেই দুধওয়ালির সাথে দেখা।

জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের দুধ চাই?"

"না গো, আমাদের আর কিছুই চাই না।"

দুধওয়ালি চটে গেল, "আমার দুধ খুব ভাল। এক্কেবারে টাট্কা। আমার নিজের গরুর দুধ। ফিরে এসে পস্তাবে তোমরা।"

ঠাণ্ডা দুধের পাত্র ঠনঠনিয়ে চলে গেল সে। কিন্তু কি করে ও জানবে যে আমরা অনেক অনেক দূরে চলে যাচ্ছি; আর হয়তো কোনোদিনই ফিরব না?

আসলে কেউই তো সেটা জানে না। পাশ দিয়ে সাইকেল চেপে একটি ছেলে চলে গেল, চেহারা তার রোদেপোড়া। হাফপ্যাণ্ট পরে পাইপ মুখে দিয়ে একজন মোটা লোক চলে গেল, সম্ভবত বনে যাচ্ছে ব্যাঙের ছাতা তুলতে। রাস্তা বেয়ে শনচুলো একটি মেয়ে হেঁটে গেল, সাঁতার কেটে এসেছে, এখনো চুল ভিজে। কিন্তু চেনা কারুর সাথে দেখা হল না আমাদের।

কয়েকটা তরকারির ক্ষেত পার হয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হলাম আমরা, সিলাণ্ডিন ফুলে ছেয়ে একেবারে হলুদ হয়ে উঠেছে জায়গাটা। সেখানে স্যাণ্ডেল খুলে ফেলে খালিপায়ে মাঠের তপ্ত পথ দিয়ে এগিয়ে চললাম কলের দিকে।

যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল কে যেন প্রাণপণ জোরে দৌড়ে আসছে আমাদের দিকে। ঝুঁকে পড়েছে সে, আর এক ঝাড় উইলোগাছের পেছন থেকে তার দিকে উড়ে আসছে মাটির ঢেলা।

আমাদের ভারি আশ্চর্য লাগল। কী ব্যাপার? স্‌ভেত্‌লানার নজর খুব তীক্ষ্ন। সে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল:

"আমি জানি কে পালাচ্ছে। এ হল সাংকা কারিয়াকিন, ঐ যে, যে-বাড়িটার টোমাটো ক্ষেতে কার যেন শুয়োর ঢুকে পড়েছিল, তারই কাছে থাকে ও। ও কাল পরের ছাগলে চড়ে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মনে আছে?"

আমাদের কাছে পেঁছে সাংকা দাঁড়িয়ে পড়ল, আর ক্যালিকোর তৈরি একটা বাজারের থলে দিয়ে চোখের জল মুছতে সুরু করে দিল।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "সাংকা, কেন তুমি ওরকম প্রাণপণে দৌড়াচ্ছিলে? আর ঝোপ থেকে তোমার দিকে মাটির ঢ্যালাই বা উড়ে আসছিল কেন?"

সাংকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল:

"ঠাকুমা আমাকে যৌথখামারের মুদির দোকান থেকে নুন আনতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু ঐ পাইওনিয়ার, পাশ্‌কা বুকামাশ্‌কিনটা, এখন রয়েছে মিলে, ও আমাকে পিটতে চায়।"

স্‌ভেত্‌লানা ওর দিকে চাইল। এও কি সম্ভব!

সোভিয়েত দেশে কি এমন কোনো আইন আছে যে একজন লোক যৌথখামারের মুদির দোকান থেকে নুন আনতে গেল, কারো কোনো ক্ষতি করল না, আর তাকে কিনা বিনা কারণে পেটানো যাবে?

স্‌ভেত্‌লানা বলল, "সাঙ্কা, তুমি আমাদের সাথে এসো। ভয় পেও না। আমরাও ওদিকেই যাচ্ছি, তোমাকে সাহায্য করব আমরা।"

আমরা তিনজন উইলোগাছের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে সুরু করলাম।

"ঐ যে, ঐ হল পাশ্‌কা বুকামাশ্‌কিন," এই বলে সাঙ্কা কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

আমাদের সামনেই কল। কাছেই একটা মাল-টানা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে আর গাড়ির নিচে একটা কুকুরের বাচ্চা শুয়ে, তার ঝাঁকড়া লোমে চোর-কাঁটা লেগে আছে। বালির উপর গমের দানা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, চটপটে চড়ুইগুলো ব্যস্তভাবে তাই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, আর কুকুরের বাচ্চাটা তাই দেখছে এক চোখ মেলে। সেইখানে শার্ট ছেড়ে বালির গাদার উপর বসে পাশ্‌কা বুকামাশ্‌কিন শশা চিবোচ্ছে।

আমাদের দেখে পাশ্‌কা ভয় পেল না। শশার শেষ টুকরোটা কুকুর বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে দিয়ে, বিশেষ কারুর দিকে না তাকিয়েই বলল:

"শারিক, ধর ওকে! ঐ যে নামকরা ফ্যাসিস্ট সাঙ্কা আসছে। হতভাগা শ্বেতরক্ষী শুধু একটু সবুর কর। আমরা তোকে উচিত শিক্ষা দেব।"

এই বলে পাশ্‌কা বেশ খানিকটা দূরে বালির উপর থুথু ফেলল। ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুরের বাচ্চাটা গর্‌গর্‌ করে উঠল। ভয় পেয়ে চড়ুইগুলো ফরফরিয়ে উড়ে গেল গাছে। এমন কথা শুনে আমি আর স্‌ভেত্‌লানা পাশ্‌কার কাছে এগিয়ে গেলাম।

আমি বললাম, "দাঁড়া, দাঁড়া, পাশ্‌কা হয়তো ভুল করছিস তুই? এ আবার ফ্যাসিস্ট শ্বেতরক্ষী হল কোত্থেকে? এ যে স্রেফ সাঙ্কা কারিয়াকিন, থাকে ওই যে বাড়িটায় টোমাটো ক্ষেতে কার যেন শুয়োর ঢুকে পড়েছিল তার কাছে।"

"তাহলেও শ্বেতরক্ষী," গোঁ ধরে বললে পাশ্‌কা, "যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমি আপনাকে ব্যাপারটা বলি।"

সাঙ্কার গোটা ব্যাপারটা শোনার ভারি ইচ্ছে হল আমার আর স্‌ভেত্‌লানার। আমরা বসলাম একটা গাছের গুঁড়িতে, পাশ্‌কা আমাদের সামনে, লোমশ কুকুরটা আমাদের পায়ের কাছে ঘাসের ওপর। শুধু সাঙ্কা বসল না, মাল-টানা গাড়ির পেছনে গিয়ে রেগে চেঁচাল:

"তাহলে সবটা বলবি। কেমন করে আমার রগে পড়েছিল। ভাবছিস রগে ব্যথা করে না? নিজের চাঁদিতে ঠুকে দ্যাখ।"

শান্তভাবে পাশ্‌কা বলে চলল, "জার্মানিতে একটা শহর আছে ড্রেসডেন। এই শহর থেকে ফ্যাসিস্টদের হাত এড়িয়ে পালায় একজন মজুর, ইহুদী। পালিয়ে আমাদের এখানে আসে। তার সঙ্গে এসেছে তার মেয়ে বার্থা। নিজে এখন ও কাজ করছে কলে, বার্থা খেলে আমাদের সঙ্গে। তবে এখন ও গাঁয়ে গেছে দুধের জন্যে। এখন পরশু আমরা ডাংগুলি খেলছিলাম: বার্থা, এই সাঙ্কাটা, ওই বসতিটা থেকে আরেকজন আর আমি। বার্থা ডাং দিয়ে ঘা মারল গুলিতে আর হঠাৎ গিয়ে লাগল ঐ সাঙ্কাটার মাথার পেছনে..."

গাড়ির পেছন থেকে সাঙ্কা বলে উঠল, "ঠিক এক্কেবারে চাঁদিতে, আমি চোখে সর্ষেফুল দেখলাম আর বার্থা কিনা হেসে উঠল।"

পাশ্‌কা বলে চলল, “আচ্ছা, বার্থার গ্নলি নয় লাগল ঐ সাংকাটার মাথায়। প্রথমে সাংকা বার্থার দিকে ঘ্নষি পাকিয়ে আসে, কিন্তু তারপর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মাথায় বার্ডকের পাতা লাগিয়ে আবার খেলতে স্নর্ন করল সে। আর তখন থেকেই জোচ্চ্নরি করতে স্নর্ন করল। গ্নলির খ্নব কাছে ঘেঁষে গিয়ে, সোজা নিশানার দিকে পাঠাল গ্নলি।”

লাফ দিয়ে গাড়ির পেছন থেকে বেরিয়ে এসে সাংকা চেঁচিয়ে উঠল, “মিথ্যে কথা! তোমার কুকুরটা নাক দিয়ে গ্নলি ঠেলে দেওয়াতেই তো সেটা গড়িয়ে গেল।”

“কিন্তু তুমি তো কুকুরের সাথে খেলছিলে না, খেলছিলে আমাদের সাথে। তুমি আবার গ্নলিটাকে ঠিক জায়গায় রেখে দিতে পারতে। যাই হোক, সাংকা গ্নলি ছ্নঁড়ল আর বার্থা সেটাকে পাঠিয়ে দিল মাঠের অন্য ধারে সোজা বিছ্নটি ঝোপের মধ্যে। আমাদের সবারই ভারি মজা লাগল, কিন্তু সাংকা গেল ক্ষেপে। স্বভাবতই, ঐ বিছ্নটির ঝোপের মধ্যে থেকে গ্নলি খ্নঁজে আনাটা পছন্দ হয় নি তার।... তাই বেড়া টপকে গিয়ে সে চিৎকার জ্নড়ে দিল, “তুই একটা আস্ত বোকা কোথাকার ইহ্নদী ছ্নঁড়ি। তুই তোর দেশেই ফিরে যা।” ‘বোকা’ কথাটার মানে বোঝার মত র্নশ ভাষা জানে বার্থা, কিন্তু ‘ইহ্নদী ছ্নঁড়ি’ কথাটা ব্নঝল না সে। তাই আমাকে জিজ্ঞেস করল, “‘ইহ্নদী ছ্নঁড়ি’ মানে কি?” বলতে মন উঠল না আমার। আমি চেঁচিয়ে সাংকাকে চুপ করতে বললাম, কিন্তু মনের আক্রোশে সে আরো জোরে জোরে চেঁচাতে থাকল। তখন আমিও বেড়া টপকে ওর পেছ্ন নিলাম, কিন্তু ও ঝোপের মধ্যে ল্নকিয়ে পড়ল। আমি ফিরে এসে দেখি বার্থার ডাণ্ডাটা ঘাসের উপর পড়ে রয়েছে আর কোণায় কাঠের গ্নঁড়িগ্নলোর উপর বসে রয়েছে বার্থা। আমি ওকে ডাকলাম, “বার্থা!” কিন্তু ও সাড়া দিল না। তখন আমি কাছে গিয়ে দেখি ও কাঁদছে। ও নিশ্চয় আন্দাজ করেছিল কথাটার মানে কি। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রেখে দিলাম আমি, মনে মনে ভাবলাম, ‘দাঁড়া-না হতচ্ছাড়া সাংকা! এটা তোর জার্মানি নয়। তোর ফ্যাসিজমকে আমরা নিজেরাই ঘায়েল করব।’ স্‌ভেত্‌লানা আর আমি সাংকার দিকে চাইলাম। ভাবলাম, ‘না যাদ্ন, কাজটা তোমার ভালো হয় নি। শ্ননতেও গা ঘিন ঘিন করে। আর আমরা কিনা তোমাকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম।’

আমি ওকে সেকথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম, এমনি সময়ে সশব্দে থরথরিয়ে উঠল কলটা, জল চাকা ঘোরাতে শ্নর্ন করল। ভয় পেয়ে, সারাগায়ে ময়দা মাখা একটা বেড়াল ঘ্নম ভেঙে কলের জানলা দিয়ে লাফিয়ে এসে পড়ল বাচ্চাকুকুর শারিকের পিঠের উপর। শারিক ঘ্নমোচ্ছিল, ডাক ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সে। বেড়ালটা তড়বড় করে গাছ বেয়ে উঠে গেল আর চড়্নইগ্নলো ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল কলের ছাদে। ঘোড়াটা মাথা ঝাঁকাল — গাড়িটা নড়ে উঠল। ঠিক এমনি সময়ে উড়োঝুড়ো একটা লোক গ্নদামঘরের দরজা দিয়ে মাথা বের করে দিল, ময়দায় তার সারা গা পাঁশ্নটে হয়ে গেছে; সাংকাকে লাফ দিয়ে গাড়ির কাছ থেকে সরে যেতে দেখে তার দিকে লম্বা একটা চাব্নক উঁচিয়ে সে বলল:

“এই ছোঁড়া — হ্নঁশিয়ার, নাহলে আচ্ছা করে পেটাব তোকে।”

স্‌ভেত্‌লানা হেসে উঠল। তারপর সাংকা বেচারার উপর কেমন মায়া হল তার, সব্বাই পেটাতে চায় তাকে।

আমায় সে বলল, "বাবা, হয়তো ও সত্যি তেমন ফ্যাসিস্ট নয়? হয়তো শুধুই ওর বুদ্ধিটাই মোটা?.. তুই শুধু বোকা, তাই না?" কোমল দৃষ্টিতে সাঙ্কার দিকে তাকাল সে।

উত্তরে সাঙ্কা রেগে-মেগে ঘোঁতঘোঁত করে উঠল, মাথা ঝাঁকাল, ফোঁসফোঁস করল আর কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলল। কিন্তু যখন সে পুরোপুরি দোষী আর বলার তার কিছুই নেই, তখন বলবে সে আর কি?

ঠিক এমনি সময় পাশ্‌কার কুকুর ছানাটা বেড়ালের দিকে ঘেউ ঘেউ করা থামিয়ে মাঠের দিকে মাথা ঘুরিয়ে কান খাড়া করল। কুঞ্জবনের ওপাশের কোথা থেকে বন্দুকের আওয়াজ ভেসে এল। আবার। তারপর আবার, আবার।

পাশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠল, "যুদ্ধ চলছে কাছেই!"

আমিও বললাম, "যুদ্ধ! ওটা হল বন্দুকের আওয়াজ। আর এটা মেশিনগানের — শুনতে পাচ্ছ?"

কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল স্‌ভেত্‌লানা, "কিন্তু কার সাথে কার যুদ্ধ হচ্ছে? যুদ্ধ কি বেধে গেছে?"

প্রথম পাশ্‌কাই লাফিয়ে উঠে বনের দিকে রওনা দিল, তার পেছন পেছন চলল কুকুরের বাচ্চাটা। আমি স্‌ভেত্‌লানাকে কোলে তুলে নিয়ে ওদের পেছু নিলাম।

আমরা অর্ধেক পথও যাই নি, এমনি সময়ে শুনলাম আমাদের পেছনে কে যেন চেঁচাচ্ছে। ফিরে তাকাতে দেখলাম সাঙ্কা।

লাফ দিয়ে দিয়ে কাঁচা নালা আর ঢিপি পেরিয়ে সোজা ছুটে আসছে — আর দু'হাত মাথার উপর উঁচু করে ধরে আমাদের নজর টানার চেষ্টা করছে।

পাশ্‌কা বিড়বিড় করে বলল, "আহা লাফাচ্ছে ঠিক ছাগলের মত! বোকাটা হাতে করে কি দোলাচ্ছে মাথার ওপর?"

স্‌ভেত্‌লানা খুশি হয়ে বলল, "ও বোকা নয়। ও আমার স্যাণ্ডেল নিয়ে আসছে। আমি ওই গুঁড়ির ওখানে ভুলে ফেলে এসেছিলাম, ও তাই দেখতে পেয়ে নিয়ে আসছে। পাশ্‌কা, তোমার ওর সাথে মিটমাট করে নেওয়া উচিত।"

পাশ্‌কা শুধু ভ্রূকুটি করল, কিছু বলল না। সাঙ্কা স্‌ভেত্‌লানার হলদে স্যাণ্ডেল নিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমরা। এবার আমরা চারজনই আর কুকুরের বাচ্চাটা গাছের ঝাড়ের মাঝ দিয়ে হেঁটে চললাম।

ঝাড় পেরিয়ে এসে দেখি ঝোপ আর ঢিবিতে ঢাকা বিস্তৃত মাঠ। ছোটো নদীটার কাছে খুঁটির সাথে একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে, সে ঘাস খাচ্ছে আর তার গলার ঘণ্টি টিংটিং করে বাজছে। আকাশে উড়ছে একটিমাত্র চিল। ব্যস্, মাঠে আর কোনো কিছু নেই।

স্‌ভেত্‌লানা অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞেস করল, "যুদ্ধটা কোথায়?"

"দেখছি কোথায়," একটা গাছের গুঁড়ির উপর উঠে পাশ্‌কা বলল।

রোদে চোখ পিটপিট করতে করতে আর হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল সে। ওখানে যে সে কি দেখছিল তা কে জানে, কিন্তু অপেক্ষা

করতে করতে স্ভেত্লানার বিরক্তি ধরে গেল। সে নিজেই যুদ্ধের খোঁজ করতে চলে গেল লম্বা ঘাসগুলোর মধ্যে হারিয়ে গিয়ে।

বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে নালিশ করল, "ঘাসগুলো বড্ড উঁচু, আর আমি বড্ড ছোট। আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।"

উপর থেকে কে যেন জোরগলায় হেঁকে উঠল, "দেখে চলো, না হলে তারে পা হড়কে পড়বে।"

মুহূর্তে পাশ্কা গাছের গুঁড়ি থেকে নেমে এল। সাঙ্কা আনাড়ীর মতো লাফ দিয়ে সরে গেল একপাশে। আর স্ভেত্লানা আমার কাছে ছুটে এসে হাত চেপে ধরল।

আমরা পেছিয়ে এলাম, চোখ তুলে চেয়ে দেখি যে, লাল ফৌজের একজন সেপাই একটামাত্র গাছের পাতা-ভরা ডালের মাঝে লুকিয়ে আছে।

তার পাশে একটা ডাল থেকে একটা বন্দুক ঝুলছে। একহাতে তার টেলিফোনের রিসিভার, আর নিশ্চল হয়ে ঝকঝকে কালো দূরবীন দিয়ে ফাঁকা মাঠের কিনারা পর্যন্ত কোথায় যেন দেখছে।

আমরা কোনো কথা বলার আগেই দূরে কামানের প্রচণ্ড গর্জন শোনা গেল। পায়ের নিচে মাটি কেঁপে উঠল। আমাদের থেকে অনেক দূরে মাঠের ওপর উঠল ধোঁয়া আর কালো ধুলোর মেঘ। পাগলার মতো লাফালাফি করে ছাগলটা টান মেরে মেরে দড়ি খুলে ফেলল। ঝট-পট করে ডানা ঝাপটে চিলটা বাঁক নিয়ে গেল উড়ে।

সাঙ্কার দিকে একবার চেয়ে পাশ্কা সজোরে বলে উঠল, "ফ্যাসিস্টদের দফা খতম্। দেখছ তো, আমাদের কামানগুলো কিভাবে গোলা ছুঁড়ছে!"

ভাঙা গলায় কে যেন বলে উঠল, "ফ্যাসিস্টদের দফা খতম্।"

শুধু তখনই আমাদের নজরে পড়ল যে ঝোপের পেছনে একজন বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে।

পাকা চুল, লম্বা দাড়ি, চওড়া কাঁধ আর হাতে একটা ভারি, গাছের ডালের লাঠি। তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে লোমওয়ালা একটা বিরাট কুকুর পাশ্কার শারিকের দিকে দাঁত খিঁচোচ্ছে। শারিকের ল্যাজ গুটিয়ে গেছে পেটের মধ্যে।

বুড়োটি চওড়া একটা বেতের টুপি তুলে প্রথমে স্ভেত্লানাকে আর তারপর আমাদের বাকি সবাইকে গুরুগম্ভীর ভাবে নমস্কার করল। তারপর লাঠিটা ঘাসের উপর রেখে, বাঁকানো একটা পাইপ বের করে, তামাক ভরে, ধরাতে লাগল।

ধরাতে অনেকক্ষণ গেল তার, কখনো বুড়ো আঙুল দিয়ে তামাক ঠাসে, কখনো একটা পেরেক দিয়ে তা খুঁচিয়ে তোলে, যেন উনুনের কয়লা খুঁচোচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত তার মনের মত ধরানো হল, তখন এত জোরে সে পাইপ টানতে শুরু করে দিল যে গাছের উপর লাল ফৌজের সেপাইটি হেঁচে ফেলল, কাশল।

আবার কামান দাগার আওয়াজ শোনা গেল, আর হঠাৎ ফাঁকা শান্ত মাঠটা যেন জেগে নড়ে চড়ে উঠল। খানার মধ্যে থেকে, ঝোপ, ঢিপি আর ছোট ছোট টিলার পেছন থেকে বন্দুক উঁচিয়ে লাফ মেরে বেরিয়ে এল লাল ফৌজের সেপাইরা।

তারা ছুট লাগাল, লাফ মারল, মাটিতে পড়ে গেল, আবার উঠে দাঁড়াল। তাদের

দলগ্নলো ছড়িয়ে পড়ল, পরস্পরের সঙ্গে যোগ দিল আর ক্রমেই হয়ে উঠল বেশি, শেষে চীৎকার আর হৈচৈ করতে করতে প্নরো দলটা সঙ্গীন উ'চিয়ে ছ্নটে গেল একটা ঢাল্ন ঢিপির দিকে। ঢিপির খানিকটা তখনো ধ্নলো আর ধোঁয়ায় ঢাকা।

তারপর সব কিছ্ন স্তব্ধ হয়ে গেল। ঢিপির মাথা থেকে একজন সঙ্কেতকার নিশান উ'চিয়ে দিল, আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে ওকে ঠিক খেলনার সেপাইয়ের মত লাগছিল। শিঙার তীক্ষ্ম স্নরে ঘোষণা করা হল "বিপদ কেটে গেছে"।

ভারী ব্নটের চাপে গাছের ডাল ভেঙে, গাছ থেকে নেমে এল পর্যবেক্ষকটি। স্ভেত্লানার মাথা চাপড়ে তার হাতে তিনটে ঝকঝকে ওকফল গ‍্নজে দিল সে। তারপর লাটাইয়ে টেলিফোনের সর্ন তার গ্নটোতে গ্নটোতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছ্নটে চলে গেল।

মহড়া শেষ হয়ে গেল।

সাংকার পাঁজরে গ‍্নতো মেরে, যেন ভর্ৎসনার স্নরে, পাশ্‌কা বলল, "কি, দেখলে তো? এ তোমার মাথায় ডাংগ্নলি লাগা। এখানে তোমাদের, ফ্যাসিস্টদের মাথার প্নরো খ্নলিটাই উড়ে যাবে।"

দাড়িওয়ালা ব্নড়োটি আমাদের কাছে এগিয়ে এসে বলল, "এসব কি শ্ননছি? আমার ষাট বছর বয়েস হয়ে গেল, কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্নদ্ধিশ্নদ্ধি গজাল বলে মনে হয় না। এক বর্ণও ব্নঝছি না। ঐ পাহাড়ের নিচে আমাদের যৌথখামার 'ঊষা'। চারদিকে এসব আমাদের ক্ষেত: আমাদের গম, জই, জোয়ার আর বাজরা। নদীর ধারে ঐ নতুন কলটা আমাদের; কুঞ্জবনে ঐ বিরাট মধ্নমক্ষিকালয়টাও আমাদেরই। আর এ সবের সর্দার পাহারাদার হলাম আমি। আমি সব ধরনের বদমায়েস দেখেছি — এমন কি ঘোড়াচোরও ধরেছি — কিন্তু এ পর্যন্ত আমার এলাকায় কোনো ফ্যাসিস্ট দেখি নি। সোভিয়েত আমলে কোনোদিন তা ঘটে নি, আয় তো দেখি সাংকা, মারাত্মক লোকটি, তোর চেহারাটা অন্তত দেখতে দে। আরে দাঁড়া, দাঁড়া: প্রথমে লালা ঝরানো বন্ধ কর আর নাকটা ম্নছে ফেল। তা না হলে তোর দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় করে।"

ধীরে ধীরে কথাগ্নলি বলল রগ্নড়ে ব্নড়োটি। তারপর ঘন ভুর্নর তল থেকে বিস্ফারিত চোখ সাংকার দিকে চাইল একটা কৌত্নহলী দ্‌ষ্টিতে।

ফোঁস ফোঁস করতে করতে অপমানিত সাংকা ডুকরে উঠল, "একথা মোটেই সত্যি নয়! আমি ফ্যাসিস্ট নই, প্নরোপ্নরি সোভিয়েত। আর আমার উপর ঐ বার্থাটার রাগ অনেক আগেই পড়ে গেছে, কাল সে আমার আপেলের অর্ধেকেরো উপর কামড়ে খেয়েছে — দেখছ তো! আর ঐ পাশ্‌কাটা সব ছেলেদের লাগিয়ে দিচ্ছে আমার পেছনে। ও আমার স্প্রিং নিয়ে নিয়েছে, ও আবার কথা বলে! আমি যদি ফ্যাসিস্ট হই তাহলে আমার স্প্রিংও ফ্যাসিস্ট মার্কা। কিন্তু ও তো দিব্যি তাই দিয়ে ওর কুকুরের জন্য কী একটা দোলনা বানিয়ে দিয়েছে। আমি ওকে বললাম, "এসো পাশ্‌কা, মিটমাট্ করে নিই।" কিন্তু ও বলল, "প্রথমে তোকে পেটাব, তারপর বোঝাপড়া করা যাবে।"

স্ভেত্লানা দ্‌ঢ়বিশ্বাসের সাথে বলল, "মারপিট না করেই মিটমাট্ করতে হবে তোমাদের। কড়ে আঙ্নলে কড়ে আঙ্নল লাগিয়ে, মাটিতে থ্নথ্ন ফেলে বল, "ঝগড়া ঝগড়া

কখনোই নয়, ভাব ভাব চিরটা কাল"। এবার আঙুলে আঙুল লাগাও! আর, প্রধান পাহারাদার তুমি তোমার ভয়াল কুকুরটাকে ডেকে নাও ত আমাদের ছোট্ট শারিককে যেন ভয় না দেখায়।"

পাহারাদার হুকুম দিল, "পল্কান, চলে আয়! মাটিতে বসে থাক, বন্ধুদের গায়ে হাত তুলিস না।"

"ওঃ, এবার বোঝা গেল ইনি কে! ইনিই হলেন লম্বা লোম আর ধারালো দাঁতওয়ালা পল্কান-দত্যি!"

কয়েক মুহূর্ত একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্‌ভেত্‌লানা। তারপর খানিকটা পাক খেল, শেষে কুকুরটার দিকে এগিয়ে গেল।

তার দিকে আঙুল নেড়ে স্‌ভেত্‌লানা শাসাল, "আমিও বন্ধু, আর বন্ধুদের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়।"

পল্কান দেখল যে স্‌ভেত্‌লানার দৃষ্টি নির্মল, আর তার হাতে ঘাস আর ফুলের গন্ধ। কাজেই সে হেসে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

সাঙ্কা আর পাশ্‌কার হিংসে হল এতে। তারাও কুকুরের কাছে ঘেঁষে বলল:

"আমরাও বন্ধু আর বন্ধুদের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়!"

পল্কান সন্দেহের সাথে তাদের শুঁকে দেখল: ধূর্ত এই ছেলেগুলোর গায়ে যৌথখামারের বাগানের গাজরের গন্ধ লেগে নেই তো? কিন্তু ঠিক তখন, যেন মতলব করেই, ধুলো উড়িয়ে পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল একটা দুষ্টু বাচ্চাঘোড়া। ছেলেগুলোর বিষয়ে মন ঠিক করার সুযোগ পেতে না পেতেই হেঁচে দিল পল্কান। ছেলেদের গায়ে সে হাত তুলল না বটে, কিন্তু ল্যাজও নাড়ল না বা তাকে আদর করতেও দিল না।

হঠাৎ টনক নড়ল আমার, বললাম, "এবার যেতে হয়, সূর্য আকাশে অনেক দূর উঠে গেছে, শীগ্‌গিরই দুপুর হয়ে যাবে। কি গরমই যে পড়েছে।"

"আসি" — ঝংকৃত সুরে সকলের কাছে বিদায় নিলে স্‌ভেত্‌লানা। "বিদায়! আমরা আবার অনেক অনেক দূরে চলে যাচ্ছি।"

ছেলেদের মধ্যে ভাব হয়ে গিয়েছিল, তারা একসঙ্গে বলে উঠল, "বিদায়! অনেক দূর থেকে আবার আমাদের কাছে এসো।"

হাসি-ভরা চোখে চেয়ে পাহারাদার বলল, "বিদায়! তোমরা কোথায় যাচ্ছ, আর কি খুঁজতে যাচ্ছ জানি না। কিন্তু, শুনে রাখো — অনেক অনেক দূরের মধ্যে সবচাইতে খারাপ হল — বাঁদিকে নদীর ধারে, গাঁয়ের পুরোনো কবরখানা। আর সবচাইতে ভাল অনেক অনেক দূর হল — হ্রদের ওপারে বিরাট পাইনবন। সেখানে যেতে হলে ডানদিকে বাঁক নিতে হবে, তারপর গোচর মাঠ আর পাথরের খনি পার হতে হবে, তারপর কুঞ্জবনের মাঝখান দিয়ে গিয়ে একটা জলার পাশ ঘুরে যেতে হবে। এই পাইনবনে ব্যাঙের ছাতা, ফুল আর রাস্পবেরী ফল আছে ঢের। আর নদীর তীরে একটা বাড়ি। আমার মেয়ে ভালেন্তিনা আর তার ছেলে ফিওদর ঐ বাড়িতে থাকে। যদি ওখান দিয়ে যাও তাহলে তাদের ভালবাসা জানিও আমার।"

অদ্ভুত বুড়োটি টুপি তুলে অভিবাদন করল, শিস দিয়ে ডাকল কুকুরটাকে, পাইপে টান দিয়ে, একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটা হলুদ মটরশুঁটির ক্ষেতের দিকে চলে গেল।

স্‌ভেত্‌লানা আমার দিকে চাইল, আর আমি চাইলাম স্‌ভেত্‌লানার দিকে। নিরানন্দ কবরখানায় কি দরকার আমাদের! আমরা হাত ধরাধরি করে ডানদিকে বাঁক ঘুরে চললাম সবচেয়ে ভাল অনেক অনেক দূরের দিকে।

গোচর মাঠ পার হয়ে পাথরের খনিতে নামলাম আমরা।

সেখানে দেখলাম, কালো গভীর গহ্বর থেকে চিনির মত সাদা সাদা পাথর খুঁড়ে বের করছে মানুষে। একটা পাথর কেন, এর মধ্যেই গোটা একটা পাহাড় জমেছে পাথরের। চাকা ঘুরছে আর ছোট ছোট গাড়িগুলো কিচ্‌ কিচ্‌ আওয়াজ তুলছে। ক্রমাগত আরো গাড়ি বোঝাই করা হচ্ছে, আর পাথরের রাশ জমছে আরো বেশি বেশি।

দেখে মনে হয় মাটির নিচে নানারকমের পাথরের রাশ লুকোনো আছে কম নয়।

মাটির নিচে দেখতে চাইল স্‌ভেতলানা। উপুড় হয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে, কালো একটা গহ্বরের মধ্যে চেয়ে থাকল সে। শেষ পর্যন্ত যখন আমি তার ঠ্যাঙ ধরে টেনে আনলাম, তখন সে বলল যে, প্রথমটা সে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় নি। তারপর একটা অন্ধকার সমুদ্র দেখতে পেল, ঘরঘর আওয়াজ তুলে কি যেন একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে — খুব সম্ভব সেটা দুটো ল্যাজওয়ালা একটা হাঙ্গর, তার একটা ল্যাজ সামনে আর একটা ল্যাজ পেছনে। আর একটা ড্র্যাগনও দেখেছে সে, তার তিনশো পঁচিশটা পা। আর একটা সোনার চোখ। ড্র্যাগনটা সেখানে বসে বসে গোঁ গোঁ করছিল।

ধূর্ত চোখে স্‌ভেত্‌লানার দিকে চেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম তা ছাড়া সে দুটো চোঙাওয়ালা জাহাজ, গাছের উপর একটা পাঁশুটে বানর, আর ভাসমান বরফের উপর একটা সাদা ভাল্লুকও দেখতে পেয়েছে কিনা।

স্‌ভেত্‌লানা ভেবে দেখল, মনে করার চেষ্টা করল। বাঃ, তাও তো দেখেছে সে!

আঙুল উঁচিয়ে তাকে শাসালাম আমি, বানিয়ে বলছে না তো? উত্তরে খিলখিল করে হেসে উঠে যত জোরে পারে দৌড় দিল সে।

আমরা হাঁটছি তো হাঁটছিই, আর প্রায়ই থেমে জিরিয়ে নিচ্ছি, ফুল তুলছি। ফুলের তোড়া বইতে বিরক্তি ধরলে রাস্তার উপর তা ফেলে রেখে এগিয়ে যাচ্ছি।

গাড়ির উপর এক বুড়ি বসেছিল। তার কোলে একটা ফুলের তোড়া ছুঁড়ে দিলাম আমি। প্রথমটায়, ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ভয় পেয়ে বুড়ি ঘুষি দেখাল আমাদের। কিন্তু জিনিসটা দেখে সে হেসে ফেলল আর তিনটে বড় বড় তাজা শসা ছুঁড়ে দিল আমাদের।

শসাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে, মুছে, ঝোলাটার মধ্যে রেখে দিলাম আমরা। তারপর খুশিমনে এগিয়ে চললাম।

পথে একটা ছোট্ট গ্রাম পড়ল। যারা জমিতে লাঙল দেয়, গম বোনে, আলু, বাঁধাকপি আর বীট লাগায় কিংবা ফলের ও তরিতরকারীর বাগানে কাজ করে, তারাই থাকে এখানে।

গাঁ পেরিয়ে নীচু নীচু সবুজ কবরের পাশ কাটিয়ে হেঁটে চললাম আমরা, যাদের বীজ বোনা আর কাজ শেষ হয়ে গেছে, তারা শুয়ে আছে এখানে।

একটা বজ্রাহত গাছ দেখলাম।

এমন এক পাল ঘোড়া দেখলাম যার প্রত্যেকটা ঘোড়াই স্বয়ং বুদিওন্নির* বাহন হতে পারে।

লম্বা কালো আলখাল্লা-পরা এক ধর্মযাজককেও আমরা দেখলাম। তাকে দেখে অবাক লাগল যে এ রকম অদ্ভুত লোক পৃথিবীতে থেকে গেছে এখনো!

তারপর আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল, আর আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। চারদিক থেকে মেঘ এসে জড়ো হয়েছিল; তারা সূর্যকে ঘিরে ফেলল, ধরে ফেলল, মুছে দিল। কিন্তু সূর্য একগুঁয়ের মতো, প্রথমে একটা ফাঁক দিয়ে তারপর আরেকটা দিয়ে উঁকি দিতে থাকল, শেষ পর্যন্ত সে নিজের পথ পরিষ্কার করে বেরিয়ে এল আর আগের চেয়ে আরো বেশি জ্বলজ্বল করে, তাপ ছড়িয়ে বিরাট পৃথিবীর উপর আলো দিতে থাকল।

আমাদের কাঠের চালের ধূসর বাড়ি পড়ে আছে অনেক পেছনে।

মারুসিয়া নিশ্চয় অনেকক্ষণ আগেই ফিরে এসেছে। সে নিশ্চয়ই এদিক ওদিক দেখেছে, আমাদের খোঁজ করেছে চারদিকে -- কিন্তু পায় নি আমাদের। আর এখন সে আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে, আমাদের বোকা মারুসিয়াট!

শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে স্‌ভেত্‌লানা বলল, "বাবা, কোথাও বসে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।"

চারদিক খুঁজে আমরা বনের মধ্যে এমন একটা ফাঁকা জায়গা পেলাম যা খুব কমই মেলে।

একটা বুনো বাদাম গাছ তার ঝুপড়ি ডালপালা শনশনিয়ে খুলে ধরল আমাদের দিকে। কচি একটা রুপোলী ঝাউ গাছ আকাশে চুড়ো তুলে দাঁড়িয়েছে। আর তাকে ঘিরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে — নীল, লাল, বেগুনী আর নীলচে রঙের হাজার হাজার সুগন্ধি ফুল, মে-দিনের নিশানের চাইতেও জ্বলজ্বলে তারা।

জায়গাটা এত চুপচাপ যে পাখিরাও সেখানে গান গাইতে সাহস পায় না।

একটা বোকা ছাই রঙের কাক সেখান দিয়ে উড়ে যেতে যেতে ধপ্ করে এসে বসল ডালের উপর, চারদিকে চেয়ে দেখল, তারপর ভুল জায়গায় এসেছে বুঝে অবাক হয়ে কা কা করে উঠল আর সাথে সাথেই উড়ে চলে গেল তার নোংরা আস্তাকুঁড়ে!

"স্‌ভেত্‌লানা, বসে পড়, আমি এই পাত্রটা ভরে জল নিয়ে আসি আর তুই ততক্ষণ থলেটার উপর নজর রাখ। ভয় পাস্ না — এখানে লম্বা কানওয়ালা খরগোশ ছাড়া অন্য কোনো জানোয়ার নেই।"

স্‌ভেত্‌লানা সাহসের সাথে উত্তর দিল, "এক হাজার খরগোশকেও ভয় করি না আমি! কিন্তু তাহলেও, তুমি যত শীগ্‌গির পার ফিরে এসো।"

---

* সেমিওন বুদিওন্নি (১৮৮৩-১৯৭৩) — গৃহযুদ্ধের বীরনেতা, সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রতিভাশালী নেতা; তিনি প্রথম আশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন এবং শ্বেতরক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধে অনেক-কটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। বুদিওন্নি পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল হন।

জল বেশ খানিক দূরে; ফেরার পথে স্ভেত্লানার জন্য চিন্তা হতে থাকল আমার।

কিন্তু স্ভেত্লানা ভয় পায় নি। কাঁদছিল না সে, গান সে গাইছিল।

আমি একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম, দেখলাম আমার ছোট্ট গোলগাল পাটকিলে-চুলো স্ভেত্লানা ফুলের সামনে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে গান গাইছে আর ফুলগুলো তার কাঁধ পর্যন্ত উঠেছে। এই মাত্র গানটা বেঁধেছে সে:

হৈ!.. হৈ!..
নীল পেয়ালা ভাঙি নি আমরা।
না!.. না!..
পাহারাদার মাঠগুলো ঘুরে দেখছে।
কিন্তু আমরা একটাও গাজর চুরি করি নি।
আমি নিই নি, সেও নেয় নি।
আর শবজি ভুঁইয়ে সাঙ্কা ঢুকেছিল একবার।
হৈ!.. হৈ!..
কুচকাওয়াজ করে মাঠে নামছে লাল ফৌজ।
আসছে পাশের শহর থেকে।
লালে লাল ফৌজ,
সাদায় সাদা শ্বেত ফৌজ।
বুম! বুম! টাট — আ — টাট-টাট!
ঐতো ড্রাম বাজিয়েরা,
এরা বৈমানিক
ড্রাম বাজিয়েরা আকাশে ওড়ে বিমানে।
আর আমি ছোট্ট একটি ঢুলীমেয়ে, এখানে নিচে দাঁড়িয়ে আছি।

লম্বা ফুলগুলো নীরব সমারোহে তার গান শোনে, আর তাদের সুন্দর মাথাগুলো নাড়ে তার দিকে।

ঝোপ ফাঁক করে আমি ডাক ছাড়লাম, "ওহে ছোট্ট ঢুলীমেয়ে, এসো এখানে। আমার কাছে ঠাণ্ডা জল, লাল লাল আপেল, সাদা রুটি আর হলদে পিঠে আছে। ভালো গানের জন্যে এসব দিয়ে দেওয়ায় কষ্ট নেই কোনো।"

সামান্য একটু থতমতো খেল স্ভেত্লানা। ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে অবিকল মারুসিয়ার মত চোখ কুঁচকে বলল, "লুকিয়ে লুকিয়ে আড়ি পেতে শুনেছ! ছিঃ, কমরেড।"

স্ভেত্লানা হঠাৎ একেবারে চুপ্চাপ হয়ে গেল, কি যেন ভাবতে শুরু করে দিল সে।

আমাদের খাওয়ার সময়ে একটা ধূসর সিস্কিন পাখি এসে গাছের উপর বসে কিচিরমিচির জুড়ে দিল।

পাখিটা খুব সাহসী। ঠিক আমাদের সামনের ডালের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে, কিচিরমিচির করতে থাকল, উড়ে যাওয়ার কথা মাথায়ও এল না তার।

স্‌ভেত্‌লানা দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে বলল, "আমি ঐ সিস্‌কিনটাকে চিনি। মা আর আমি যখন বাগানে দোলনায় দুলছিলাম তখন ওকে দেখেছিলাম। মা আমাকে কত উঁচু পর্যন্ত দুলিয়ে দিয়েছিল। হেই — হো! কিন্তু কেন ও এত দূর পর্যন্ত এসেছে আমাদের পেছন পেছন?"

আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, "না, না! এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা সিস্‌কিন। তুই ভুল করেছিস, স্‌ভেত্‌লানা। সে সিস্‌কিনটার ল্যাজে কয়েকটা পালক ছিল না — বাড়িওয়ালির একচোখো বেড়ালটা সে পালকগুলো খুবলে নিয়েছিল। সে সিস্‌কিনটা আরো মোটাসোটা ছিল আর সম্পূর্ণ অন্যসুরে কিচিরমিচির করত।"

স্‌ভেত্‌লানা জেদের সাথে বলল, "না, এটা সেইটাই। আমি জানি। আমাদের পেছন পেছন সারাটা পথ এসেছে ও।"

"হৈ, হৈ!" মন ভার করে মোটা গলায় গান ধরলাম আমি। "কিন্তু নীল পেয়ালাটা ভাঙি নি আমরা। আর আমরা ঠিক করেছি অনেক অনেক দূরে চলে যাব।"

বিরক্তভাবে কিচ্‌মিচ্‌ করে উঠল ধূসর সিস্‌কিনটা। লক্ষ লক্ষ ফুলের মাঝে একটাও দুলে উঠল না বা মাথা নাড়ল না আমার দিকে। স্‌ভেত্‌লানা ভুরু কুঁচকিয়ে কড়া করে বলল, "মোটেই তোমার গলা নেই। মানুষে ওভাবে গান গায় না। ওভাবে গায় ভাল্লুকেরা।"

নীরবে থলেতে জিনিসপত্র ভরে নিয়ে রওনা দিলাম আমরা আর কুঞ্জবন থেকে বেরোতেই কি ভাগ্যি, পাহাড়ের নীচে দেখি কিনা ঝিকমিক করছে ঠান্ডা নীল নদী!

স্‌ভেত্‌লানাকে তুলে ধরলাম। বালুময় তীর আর সবুজ চরগুলো দেখে সব ভুলে গেল স্‌ভেত্‌লানা। হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

"চান করব! চান করব! চান করব!"

ঘুর পথে না গিয়ে স্যাঁতস্যাঁতে একটা মাঠের মাঝখান দিয়ে সোজা হাঁটা দিলাম আমরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লাম জলামত একটা জায়গায় — সেখানটা ঘন ঝোপঝাড়ে ঢাকা। ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না, তাই আমরা ঠিক করলাম যে কোনোরকমে পথ করে নেব। কিন্তু যতই এগোই, ততই আরো ঘন হয়ে ওঠে জলা।

আমরা পাক খেলাম, একবার এদিকে একবার ওদিকে বাঁক ঘুরে দেখলাম, ক্যাঁচক্যাঁচে খুঁটিগুলো উপরে উঠলাম, এক ঢিপি থেকে আরেক ঢিপি লাফিয়ে চললাম। ভিজে কাদামাখা হয়ে গেলাম, কিছুতেই পথ পেলাম না বেরুবার।

ঝোপের পেছনে, একেবারে কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে একপাল গরুর ডাক শোনা যাচ্ছিল। রাখাল সাঁই সাঁই করে চাবুক চালাচ্ছে, আর আমাদের গন্ধ পেয়ে রেগে ঘেউ ঘেউ করে উঠল তার কুকুরটা। কিন্তু জলার লালচে জল, পচা ঝোপ আর আগাছা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না আমরা।

স্ভেত্লানার ছুলি-পড়া মুখে উদ্বেগের ছায়া নামল। নীরব ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমার দিকে সে তাকাচ্ছিল ঘন ঘন। যেন সে বলছিল, "একি, বাবা? তুমি এত বড়, এত জোর তোমার, আর দেখ আমাদের কি অবস্থা হয়েছে।"

এক চাংড়া শুকনো জমির উপর তাকে নামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "এইখানে দাঁড়িয়ে থাক, একতিলও নড়িস না এখান থেকে!"

আমি সোজা একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লাম, কিন্তু জলার পুরুষ্টু বুনো ফুলে জড়াজড়ি সবুজ কাদাটে জল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

ফিরে দেখি স্ভেত্লানাকে যেখানে দাঁড় করিয়ে এসেছিলাম সে সেখানে নেই, সন্তর্পণে, ঝোপ আঁকড়ে আমার দিকে এগোচ্ছে সে।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, "যেখানে দাঁড় করিয়ে এসেছি সেখানেই থাক।"

স্ভেত্লানা থেমে পড়ল। বার কয়েক ঘনঘন চোখ পিটপিট করল সে, কেঁপে উঠল তার ঠোঁট।

কোমল কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, "চিৎকার করছ কেন? আমার পায়ে জুতো নেই, আর ওখানে একটা ব্যাঙ। আমার ভয় করছে।"

ছোট্ট স্ভেত্লানার জন্য আমার মন কেঁদে উঠল — আমার জন্যই ও এত কষ্ট পাচ্ছে।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, "এই লাঠিটা নে, বিচ্ছিরি ব্যাঙটাকে পিটিয়ে দিস এইটে দিয়ে। শুধু যেখানে থাকার কথা সেখানেই থাক। শীগ্গিরই এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব আমরা।"

আমি ফিরে গেলাম ঝোপের মধ্যে। নিজের উপর ভয়ানক রাগ হচ্ছিল আমার। কী এটা? নীপার নদীর সীমাহীন খাগড়াবন অথবা আখ্তিরকার গাদ-ভাস অন্ধকার জলার সাথে কি এই হতচ্ছাড়া জলাটার তুলনা চলে, যেখানে এক সময় আমরা চূর্ণবিচূর্ণ করেছিলাম ভ্রাঙ্গেলের* শ্বেত বাহিনীকে?

এক ঢিপি থেকে আরেক ঢিপিতে, এক ঝোপের থেকে আরেক ঝোপে, এগিয়ে চললাম আমি। এক পা এগোতেই এক কোমর জল। আরেক পা এগোতেই মড়মড় করে উঠল একটা শুকনো অ্যাসপেন গাছ, তারপর কাদায় পড়ল ছাতা-পড়া একটা কাঠের কাণ্ড। একটা পচা গাছের গুঁড়ি ধপ করে এসে পড়ল সেখানেই। এতক্ষণে পা রাখার মত কিছু পাওয়া গেল। তারপর আরেকটা খানা পার হয়ে শেষ পর্যন্ত শুকনো ডাঙা।

একঝাড় নলখাগড়া ফাঁক করে এসে পড়লাম একটা ছাগলের কাছে, হঠাৎ আমাকে দেখে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল ছাগলটা।

আমি ডাক ছাড়লাম, "হৈ!... স্ভেত্লানা! আছিস ওখানে?"

ক্ষীণ বিষণ্ণ গলায় জবাব ভেসে এল, "হৈ!... আমি... এখা-নে।"

---

* ১৯২০ সালে গৃহযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত বিরোধী প্রতিবিপ্লবী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ভ্রাঙ্গেল। ফ্রুন্জের নেতৃত্বে লাল ফৌজ তাঁকে পরাজিত করে।

শেষ পর্যন্ত আমরা নদীর ধারে এসে পেঁছিলাম। গায়ের কাদা ধুয়ে, কাপড় কেচে শুকোনোর জন্য মেলে দিলাম গরম বালুর উপর। তারপর সাঁতার কাটতে নামলাম।

হাসতে হাসতে প্রপাতের ঝিলমিলে ফেনিল থাবড়াতে, — ভয় পেয়ে সব মাছ গভীর জলের তলে পালিয়ে গেল।

জলের তলার বাসা থেকে একটা কালো গোঁফওয়ালা চিংড়িকে টেনে বের করেছিলাম আমি, সে তার গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে ভয়ে কাঁপতে থাকল, আর লাফালাফি করতে থাকল। সম্ভবত সে আগে কখনো এমন অসহনীয় উজ্জ্বল রোদ আর এমন অসহনীয় পাটকিলে-চুলো ছোট্ট মেয়ে দেখে নি। হঠাৎ এক সুযোগে সে জোরে স্‌ভেত্‌লানার আঙুল কামড়ে ধরল।

চিৎকার করে উঠে স্‌ভেত্‌লানা একপাল হাঁসের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল চিংড়িটাকে। মোটা, বোকা হাঁসের ছানাগুলো দারুণ হুটোপুটি করে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর একটা বুড়ো ধূসর হাঁস পাশ থেকে চিংড়িটার কাছে এগিয়ে গেল। চিংড়ির চাইতেও বেশি ভয়াবহ অনেক কিছু দেখছে সে। সে মাথা কাত করে, একচোখে দেখতে থাকল চিংড়িটাকে, তারপর খপ্ করে ঠোকর — বাস, চিংড়ির জীবননাট্যে যবনিকা পড়ল।

প্রাণভরে সাঁতার কাটার পর আমরা রোদে গা শুকিয়ে নিলাম, তারপর জামাকাপড় পরে চললাম এগিয়ে।

পথে, আবার নানারকম জিনিস চোখে পড়ল: মানুষ, আর ঘোড়া, আর গাড়ি, লরি, এমনকি ছোটো জাতের একটা পাঁশুটে সজারু পর্যন্ত, আমরা সেটাকে তুলে সঙ্গে করে নিয়ে চললাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আঙুলে কাঁটা ফুটিয়ে দিল সে, তাই সেটাকে ঠান্ডা একটা খাঁড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

সজারুটা ফোঁতফোঁত করে উঠে সাঁতার কেটে অন্য পারে চলে গেল। সে নিশ্চয় ভাবছিল, ‘কি বুদ্ধি! আমি এখন কি করে আমার গর্ত খুঁজে বের করি?’

শেষ পর্যন্ত আমরা হ্রদে পেঁছিলাম।

‘ঊষা’ যৌথখামারের শেষ মাঠটি শেষ হয়ে গেল এখানে, আর ওখান থেকে ‘রক্ত ঊষা’ যৌথখামারের মাঠ শুরু।

বনের কিনারায় একটা কাঠের বাড়ি। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই আন্দাজ করলাম যে এইখানেই পাহারাদারের মেয়ে ভালেন্তিনা আর তার ছেলে ফিওদর থাকে।

লম্বা লম্বা সূর্যমুখী, যেখানে সেপাই-এর মত বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল, সেই দিক দিয়ে ঢুকলাম আমরা।

ভালেন্তিনা নিজেই দাঁড়িয়েছিল বাগানে, বাড়ির বারান্দাটায়। বাবার মতোই লম্বা সে, কাঁধদুটোও তেমনি চওড়া। গায়ে নীল ব্লাউজ, গলার বোতামটা খোলা। একহাতে ঝাঁটা আর অন্যহাতে ঘর মোছার ভিজে ন্যাতা। কঠোর সুরে সে ডাকল “ফিওদর, এই দুষ্টু ছেলে, পাঁশুটে রঙের ডেকচিটা কোথায় রেখেছিস?”

রাস্পবেরির ঝোপের তলা থেকে গম্ভীর স্বরে জবাব এল, "ঐ-খানে।" শনচুলো ফিওদর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, একটা খানার মধ্যে কাঠি আর ঘাস বোঝাই পাত্রটা ভাসছে।

"আর চালুনীটা কোথায় রেখেছিস, নির্লজ্জ ছেলে?"

ফিওদর আবার গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, "ঐ-খানে।" আঙুল দিয়ে চালুনীটা দেখিয়ে দিল সে, চালুনীর উপরে একটা পাথর চাপা দেওয়া রয়েছে আর তার তলায় কি যেন নড়ছে।

ভালেন্তিনা শাসাল, "দস্যি কোথাকার, শুধু একটু সবুর কর। বাড়ি আয়, এই ভিজে ন্যাতা পিঠে বোলাব তোর।" তারপর আমাদের দেখে পরনের স্কার্ট গুছিয়ে নিল।

আমি বললাম, "নমস্কার। আপনার বাবা আপনাকে ভালবাসা জানিয়েছেন।"

সে বলল, "ধন্যবাদ। আপনারা বাগানে এসে একটু বিশ্রাম করে নিন।"

আমরা ফটক দিয়ে ঢুকে পাকা আপেলভর্তি একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়লাম।

গোলগাল ফিওদরের গায়ে শুধু একটা শার্ট, তা ছাড়া কিছু নেই। কাদামাখা ভেজা প্যাণ্টটা পড়ে আছে ঘাসের উপর।

গম্ভীরভাবে সে জানাল, "আমি রাস্পবেরী খাচ্ছি। দুটো ঝাড় খেয়েছি, আরো খাব।"

আমি বললাম, "প্রাণভরে খাও। শুধু নজর রেখো, পেট ফেটে যায় না যেন।"

ফিওদর দাঁড়িয়ে পড়ে, হাত দিয়ে পেট টিপে দেখল, তারপর আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে, খপ্ করে প্যাণ্টটা তুলে নিয়ে, হেলতে-দুলতে বাড়ির দিকে চলে গেল।

অনেকক্ষণ চুপ্চাপ শুয়ে রইলাম আমরা। আমি ভাবলাম স্ভেত্লানা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার দিকে ফিরে দেখি সে মোটেই ঘুমোচ্ছে না; একটা রুপোলী প্রজাপতি তার গোলাপী জামার আস্তিন বেয়ে একটু একটু করে এগোচ্ছে, আর রুদ্ধশ্বাসে তাই দেখছে সে।

হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জনে মাটি কেঁপে উঠল, আর নিস্তব্ধ আপেলগাছের উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ঝকঝকে একটা বিমান উড়ে গেল।

স্ভেত্লানা চমকে উঠল, ফর ফর করে উঠল প্রজাপতি, একটা হল্দে মোরগ বেড়ার উপর থেকে উড়ে গেল, আর ভয় পেয়ে কা কা করতে করতে তীব্র বেগে আকাশে উড়ে গেল একটা দাঁড়কাক। তারপর সব চুপ্চাপ।

সখেদে স্ভেত্লানা বলল, "কাল যে বৈমানিক আমাদের বাড়িতে এসেছিল, এ হল সেই।"

আমি মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? এ হয় তো সম্পূর্ণ অন্য লোক।"

"উঁহু, সে-ই। আমি কাল নিজে শুনেছি, সে মাকে বলল যে সে কাল অনেক অনেক দূরে উড়ে চলে যাবে, চিরকালের মত। আমি একটা লাল টোমাটো খাচ্ছিলাম, মা বলল, "বিদায় তাহলে, শুভযাত্রা..." — তারপর আমার পেটের উপর চড়ে বসে স্ভেত্লানা বলল, "বাবা, মার কথা কিছু বল আমাকে। যেমন ধরো, যখন আমি হই নি, তখন সবকিছু কিরকম ছিল।"

"কিরকম ছিল? কেন, ঠিক এখনকার মতই। প্রথমে দিন, তারপর রাত, তারপর আবার দিন, তারপর আবার রাত..."

অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়ে স্‌ভেত্‌লানা বলল, "তারপর আরো এক হাজার দিন! কিন্তু সেই দিনগুলোয় কি হয়েছিল তাই বলো না। তুমি ভালোভাবেই জানো কি হয়েছিল, শুধু ভান করছ যেন জানো না...।"

"আচ্ছা, বলছি। কিন্তু তার আগে তুই আমার পেটের ওপর থেকে নাম, কারণ তা না হলে আমার বলতে অসুবিধে হবে। এবার শোন!..

"তখন আমাদের মারুসিয়ার বয়েস ছিল সতের। তাদের শহর দখল করে নিয়ে শ্বেত বাহিনী মারুসিয়ার বাবাকে জেলে ভরল। তার মা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, কাজেই আমাদের মারুসিয়া একেবারে একা পড়ল..."

স্‌ভেত্‌লানা আমার কাছে ঘেঁষে এসে বলল, "ইস্‌, বেচারা! আচ্ছা, তারপর?"

"মারুসিয়া শালটা জড়িয়ে নিয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। সেখানে সে দেখে শ্বেত বাহিনীর সৈন্যরা মজুরমজুরানীদের জেলে নিয়ে যাচ্ছে। শ্বেত বাহিনী আসায় বুর্জোয়ারা স্বভাবতই খুব খুশি। তাদের বাড়ি আলোয় ঝলমলে আর গানবাজনা হচ্ছে। কোথাও যাওয়ার, কাউকে নিজের দুঃখের কথা বলার উপায় নেই মারুসিয়ার..."

স্‌ভেত্‌লানা বাধা দিয়ে বলল, "ইস্‌, বড়ো কষ্ট হচ্ছে বাবা, শীগ্‌গির করে 'লাল'দের কথা বল।"

"মারুসিয়া তখন শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আকাশে চাঁদ। শনশনে হাওয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারুসিয়া বিশাল স্তেপে এসে পেঁৗছল..."

"নেকড়ে ছিল সেখানে?"

"না, নেকড়ে ছিল না। তখন সব নেকড়ে বন্দুকের গুলির ভয়ে স্তেপ ছেড়ে বনে পালিয়ে গেছে। মারুসিয়া ভাবল, 'স্তেপ পার হয়ে বেল্‌গরদ শহরে যাব। সেখানে কমরেড ভরোশিলভের লাল ফৌজ আছে। শুনেছি ভরোশিলভ খুব সাহসী। হয়তো, আমি বললে, আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

"বোকা মারুসিয়াটা জানত না যে লাল ফৌজ অনুরোধের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে না। যেখানেই বিপদ নামে, সেখানেই সাহায্যের জন্য ছুটে আসে তারা। আমাদের লাল ফৌজের দল এর মধ্যেই স্তেপের বুক চিরে এগিয়ে চলেছিল — মারুসিয়া যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছেই। প্রত্যেকের বন্দুকে পাঁচটা করে গুলি ভরা, আর প্রত্যেকটা মেশিনগানে দুশো পঞ্চাশটা গুলি।

"আমি তখন ছিলাম ফৌজী চৌকিতে, ঘোড়ায় যাচ্ছি। হঠাৎ মাটির উপর ঝলক দিল একটা ছায়া আর তক্ষুনি ঢিপির পেছনে মিলিয়ে গেল। ভাবলাম 'ওহো! শ্বেত বাহিনীর চর। দাঁড়া, আর কোথাও যেতে হবে না তোকে।'

"জুতোর কাঁটা মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলাম ঢিপির পেছনে। সেখানে কি দেখলাম বল দেখি? শ্বেত বাহিনীর গুপ্তচর? না! দেখি চাঁদের আলোয় অল্পবয়সী একটি মেয়ে

দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে ছায়া পড়েছে, কিন্তু হাওয়ায় তার চুল উড়ছে, তা দেখতে পাচ্ছিলাম।

"ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম, কিন্তু যদি দরকার পড়ে সেইজন্য রিভলভারটাও তৈরি রাখলাম। এগিয়ে গিয়ে বললাম, "তুমি কে? আর মাঝরাতে স্তেপে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছ কেন?"

"চাঁদটা ছিল ম-স্ত মস্ত বড়। আমার লোমের টুপিতে লাল ফৌজের তারা আঁকা দেখে মেয়েটি আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

"এই ভাবে তার সাথে, মারুসিয়ার সাথে, আলাপ হল আমার।

"সেদিন রাতেই শহর থেকে শ্বেত বাহিনীকে হটিয়ে দিলাম আমরা। জেলের দরজা খুলে দিয়ে মজুরদের মুক্তি দিলাম।

"আমার বুকে একটা গুলি লেগে গেল, আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমার কাঁধটাও টনটন করছিল, ঘোড়া থেকে যখন পড়ে যাই তখন পাথরে চোট খেয়েছিলাম।

"আমার দলের নেতা আমার সাথে দেখা করতে এল। বলল, "আচ্ছা, চলি। শ্বেত বাহিনীর পিছু নিচ্ছি আমরা। এই যে, কমরেডরা তোমাকে কিছু ভাল তামাক আর কাগজ পাঠিয়েছে। সাবধানে থেকো আর চটপট সেরে ওঠো।"

"দিন গড়িয়ে বিকেল হল। বুকে ব্যথা করছে, কাঁধটাও টনটন করছে। ভয়ানক একা একা লাগছে। কমরেডদের ছাড়া একা থাকতে ভারি বিশ্রী লাগে; স্ভেত্‌লানা।

"হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল আর টুঁ শব্দ না করে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল মারুসিয়া। তাকে দেখে আমার এত আনন্দ হল যে চিৎকার করেই উঠলাম।

"আমার পাশে এসে বসে, আমার উত্তপ্ত কপালে হাত রেখে মারুসিয়া বলল: "লড়াই থামবার পর থেকেই, সারাদিন ধরে খুঁজেছি তোমাকে। ব্যথা করছে তোমার?"

"আমি বললাম, "চুলোয় যাক ব্যথা, মারুসিয়া। তোমাকে এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন?"

"মারুসিয়া জবাব দিল, "তুমি ঘুমোও, ভাল করে ঘুমোও। সারাদিন আমি তোমার পাশে থাকব।"

"এইভাবে মারুসিয়ার সাথে আমার দ্বিতীয়বার দেখা, আর তারপর থেকে, বরাবর আমরা আছি একসাথে।"

কাঁপা কাঁপা গলায় স্ভেত্‌লানা বলল, "বাবা, আমরা তো সত্যিই চিরকালের মত বাড়ি ছেড়ে চলে আসি নি, তাই না? মা যে আমাদের ভালবাসে। আমরা শুধু হেঁটে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে যাব।"

"তুই কি করে জানলি যে সে আমাদের ভালবাসে? হয়তো তোকে এখনো ভালবাসে, কিন্তু আমাকে আর ভালবাসে না।"

স্ভেত্‌লানা মাথা নেড়ে বলল, "এ-ই, মিছে কথা বলছ। কাল রাতে আমার ঘুম

ভেঙে গিয়েছিল, দেখলাম মা বই রেখে দিয়ে পাশ ফিরে অনেক, অনেকক্ষণ ধরে তোমার দিকে তাকিয়ে ছিল।"

"তাতে কি? সে তো জানলা দিয়েও তাকিয়ে দেখে, সকলের দিকেই তাকিয়ে দেখে। চোখ আছে, তাকিয়ে দেখে।"

স্‌ভেত্‌লানা দৃঢ়বিশ্বাসের সাথে আপত্তি করল, "মোটেই না, জানলা দিয়ে মোটেই ওভাবে তাকায় না, জানলা দিয়ে তাকায় এইভাবে..."

স্‌ভেত্‌লানা সরু ভুরুদুটো তুলে, ঘাড় কাত করে, ঠোঁট চেপে সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে চেয়ে রইল একটা মোরগের দিকে।

"আর ভালবাসলে, ওভাবে তাকায় না।"

স্‌ভেত্‌লানার নীল চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, নত চোখের পাতা কেঁপে উঠল আর মারুসিয়ার সুন্দর, চিন্তাবিষ্ট দৃষ্টি এসে পড়ল আমার মুখের উপর।

স্‌ভেত্‌লানাকে কোলে তুলে বলে উঠলাম, "ওই, দস্যি কোথাকার। আর কাল যখন তুই কালি ঢেলে ফেলেছিলে তখন তুই আমার দিকে তাকিয়েছিলি কি ভাবে?"

"বাঃ, তুমি তো আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আর, যাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় তারা সবসময়েই রাগ করে তাকায়।"

আমরা নীল পেয়ালাটা ভাঙি নি। হয়তো মারুসিয়া নিজেই ভেঙেছিল। কিন্তু আমরা তাকে ক্ষমা করলাম। মাঝে মাঝে মানুষ অন্যের সম্পর্কে মিছেই খারাপ ভাবে, তাতে কী। একবার স্‌ভেত্‌লানাও আমাকে খারাপ ভেবেছিল। আর আমি নিজেও কি মারুসিয়া সম্পর্কে খারাপ ভাবি নি? ভালেন্তিনাকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করলাম আমাদের বাড়ি পৌঁছোনোর কোনো সোজা পথ আছে কিনা।

ভালেন্তিনা বলল, "আমার স্বামী কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি করে স্টেশনে যাচ্ছে। সে তোমাদের কল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। সেখান থেকে আর বেশি দূর নয়।"

বাগানে ফিরে, বারান্দার কাছে দেখা হল স্‌ভেত্‌লানার সাথে, খুব অস্থির সে।

রহস্যময়ভাবে ফিস্‌ফিস্‌ করে সে বলল, "বাবা, ফিওদর নামে ঐ ছোট্ট ছেলেটা রাস্পবেরি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে তোমার থলি থেকে পিঠে চুরি করছে।"

আমরা আপেলগাছটার দিকে গেলাম, কিন্তু সেয়ানা ফিওদর ঠিক আমাদের দেখেই, বেড়ার ধারে এক ঝাড় বার্ডকের মাঝে লুকিয়ে পড়ল।

আমি ডাকলাম, "ফিওদর! এদিকে এসো, ভয় নেই।"

বার্ডক ঝাড়ের মাথাটা দুলে উঠল। বোঝা গেল ফিওদর তাড়াহুড়ো করে পালাচ্ছে।

আমি আবার ডাকলাম, "ফিওদর। এদিকে এসো। সব পিঠেগুলো দিয়ে দেব তোমাকে।"

বার্ডক ঝাড়ের দুলুনি বন্ধ হল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝাড়ের মধ্যে থেকে শোনা গেল ফোঁসফোঁসানি। শেষ পর্যন্ত তার ক্রুদ্ধস্বর ভেসে এল, "আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমার পরনে প্যাণ্ট নেই আর এখানে চারদিকে শুধু বিছুটি।"

দৈত্য যেভাবে বড় বড় পা ফেলে বন পার হয়ে যায়, তেমনিভাবে বার্ডকের ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে গম্ভীর ফিওদরকে বের করে এনে থলে উজাড় করে ঢেলে দিলাম তার সামনে।

ধীরেসুস্থে পিঠেগুলো জামায় গুঁজে নিল সে, এমনকি একটা ধন্যবাদও জানাল না, তারপর চলে গেল বাগানের অন্যপ্রান্তে।

স্‌ভেত্‌লানা বিরক্ত হয়ে বলল, "বাবা, কি দেমাক। প্যাণ্ট খুলে ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে — যেন রাজা।"

দুঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির কাছে, আর ভালেন্তিনা বারান্দায় বেরিয়ে এল।

"তৈরি হয়ে নিন। ঘোড়াগুলো দিব্যি ভাল, দেখতে দেখতে পেঁাছে যাবেন আপনারা।"

আবার ফিওদরের আবির্ভাব হল, এবার তার পরনে প্যাণ্ট। ধোঁয়াটে রঙের একটা সুন্দর বেড়ালছানার গলা ধরে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে, তাড়াতাড়ি করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল সে। বেড়ালছানাটা নিশ্চয় এমনি ব্যবহারে অভ্যস্ত, কারণ সে হাঁচড়-পাঁচড়ও করছিল না, মিউ মিউও করছিল না, শুধু অস্থির হয়ে তার ছোট্ট লোমশ লেজ নাড়াচ্ছিল।

"এই নাও," বলে ফিওদর বেড়ালছানাটা স্‌ভেত্‌লানার কোলে গুঁজে দিল।

অনিশ্চিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে, স্‌ভেত্‌লানা পুলকিতভাবে বলে উঠল, "একেবারে দিয়ে দিলে?"

ভালেন্তিনা বলল, "চাইলে নিয়ে যাও। ওরকম অনেক আছে আমাদের এখানে। ফিওদর, পিঠেগুলো বাঁধাকপির ক্ষেতে লুকিয়ে রেখেছিস কেন? আমি জানলা দিয়ে সব দেখে ফেলেছি।"

ফিওদর তাকে আশ্বাস দিল, "এবার গিয়ে আরো ভাল একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখব।" এই বলে সে গুরুগম্ভীর এক বাচ্চা ভাল্লুকের মতো হেলতে-দুলতে চলে গেল।

ভালেন্তিনা হেসে বলল, "ঠিক ওর দাদুর মতো। কিরকম বড়সড় দেখতে। অথচ বয়েস মাত্র চার বছর।"

চওড়া মসৃণ রাস্তা বেয়ে গাড়ি করে এগিয়ে চললাম আমরা। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সামনে পড়ছিল কাজের পর বাড়ি ফেরতা লোক, ক্লান্ত হলেও হাসিখুশি।

ঘর্ঘর আওয়াজ করতে করতে যৌথখামারের ট্রাক ঢুকল গ্যারাজে।

মাঠে ফৌজী শিঙা বেজে উঠল।

গাঁয়ে ঢনঢনিয়ে উঠল সাংকেতিক ঘণ্টাধ্বনি।

বনের ওপারে একটা মস্ত বড় রেলগাড়ি বাঁশি বাজিয়ে দিল। পুঁউ-উ। চাকা ঘুরতে থাকুক। রেলের কামরা চটপট এগিয়ে চলুক। অনেক অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে রেলরাস্তা।

লোমশ বেড়ালের বাচ্চাটাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে পুলকিত স্‌ভেত্‌লানা গাড়ির চাকার ঘরঘরানির তালে তালে গান ধরল:

হেঁইয়া-হেঁইয়া!
ঐ ওরা আসছে,
ছোট্ট ইঁদুরগুলো;
ছোট্ট ছোট্ট লেজ,
পাজি পাজি চোখ,
সব কোণে ঢোঁড়ে,
হানা দেয় তাকে।
ঝনাক ঝনাত্ ঝন্!
পেয়ালাটা পড়ে গেল।
কার দোষ?
কেন, কারো দোষ নয়।
দোষ শুধু, ছোট্ট কালো গর্তের ইঁদুরগুলোর।
নমস্কার, ইঁদুর!
ফিরে এলাম আমরা।
আর এটা কি
সাথে করে নিয়ে এসেছি?
এটা মিউ মিউ করে
এটা লাফালাফি করে
পিরিচ থেকে চেটে চেটে দুধ খেয়ে নেয়।
এবার পালাও
তোমাদের ছোট্ট কালো গর্তে।
তা না হলে এটা তোমাদের ছিঁড়ে
টুকরো টুকরো করে ফেলবে,
দশ টুকরো,
বিশ টুকরো,
লক্ষ কোটি টুকরো
করে ছিঁড়ে ফেলবে।

কলের কাছে এসে দাঁড়াল গাড়ি। আমরা লাফ দিয়ে নেমে পড়লাম।

শুনতে পেলাম বেড়ার ওধারে পাশ্কা বুকামাশ্কিন, সাঙ্কা, বার্থা আর আরেকজন ডাংগুলি খেলছে।

সাঙ্কা বার্থার উদ্দেশে চেঁচাচ্ছিল, "জোচ্চুরি কোরো না। আমাকে বললে, আর তুমি নিজেই এগিয়ে যাচ্ছ।"

স্ভেত্লানা বুঝিয়ে দিল, "আবার কেউ এগিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় এখুনি আবার ঝগড়া বেধে যাবে।" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, "কি আর করা যায়, খেলার ধরণটাই যে ঐরকম!"

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই উত্তেজনায় ভরে ওঠে আমাদের মন। আর শুধু একটা বাঁক নেওয়া আর ঢিবিতে ওঠা বাকি।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাইলাম আমরা।

আমাদের নড়বড়ে বেড়াটা বা উঁচু বারান্দাটা এখনো দেখা যায় না, কিন্তু আমাদের ধূসর রঙের বাড়িটার কাঠের চালটা দেখা যাচ্ছে। আর তার উপর আমাদের সুন্দর ঝল্‌মলে হাওয়াই লাটিমটি মহানন্দে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে।

অসহিষ্ণু হয়ে আমায় সামনে টানতে টানতে চেঁচিয়ে ওঠে স্‌ভেত্‌লানা, "মা নিজেই চালে উঠেছিল।"

ঢিবির উপর উঠলাম আমরা।

বৈকালী সূর্যের কমলা রঙের আলোয় ভরে উঠেছে বারান্দা। সেইখানে, খালি মাথায়, লাল গাউন পরে, বিনা মোজায় স্যাণ্ডেলে পা গলিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে আমাদের মারুসিয়া। তার দিকে ছুটে যেয়ে স্‌ভেত্‌লানা বলল, "হাসো, হাসো, আমরা তো তোমাকে ক্ষমা করেই ফেলেছি।"

আমিও গেলাম, চেয়ে দেখলাম মারুসিয়ার দিকে। মারুসিয়ার খয়েরি রঙের চোখদুটি দিয়ে যেন ভালবাসা ঝরে পড়ছে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে আমাদের জন্য বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছে সে, আর আমরা ফিরে আসায় খুবই সে খুশি।

নীল পেয়ালার টুক্‌রোগুলো লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে আমি মনে মনে বললাম, 'না, ধূসর হিংস্র ইঁদুরগুলোরই দোষ। আমরা পেয়ালাটা ভাঙি নি। আর মারুসিয়াও ভাঙে নি।'

তারপর সন্ধ্যে হল। চাঁদ উঠল, তারা দেখা দিল।

পাকা চেরিতে বোঝাই গাছটার নিচে অনেকক্ষণ বসে রইলাম আমরা তিনজন। মারুসিয়া কোথায় গিয়েছিল, কি করল, কি দেখল — সব বলল আমাদের।

আর মারুসিয়া খেয়াল করে স্‌ভেত্‌লানাকে শুতে পাঠিয়ে না দিলে, স্‌ভেত্‌লানার গল্প চলত নিশ্চয় মাঝরাত্রি পর্যন্ত।

তন্দ্রাচ্ছন্ন বেড়ালছানাটাকে নিয়ে যেতে যেতে ছোট দুষ্টু স্‌ভেত্‌লানা আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তারপর? এখনো কি আমাদের জীবন খুব দুঃখের?"

আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। আমাদের বাগানের উপর সোনালী চাঁদ।

দূরে, ঝিকঝিক করতে করতে একটা ট্রেন চলে গেল, উত্তরদিকে।

মাঝরাতের এক বৈমানিক মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আর জীবন, কমরেডরা... জীবন ভারি সুন্দর!

১৯৩৬

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন

১৭, জুবোভস্কি বুলভার,

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union
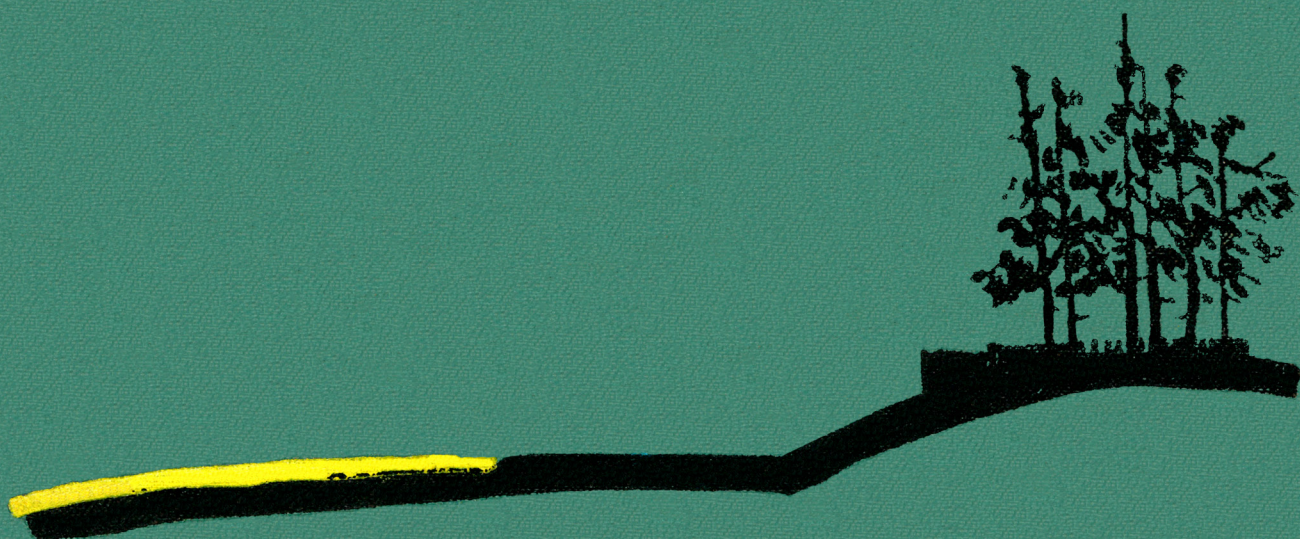
শিশু ও কিশোর সাহিত্য

АРКАДИЙ ГАЙДАР

ГОЛУБАЯ ЧАШКА

আর্কাদি গাইদার

নীল পেয়ালা

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: মীরা দাসগুপ্ত
ছবি এঁকেছেন: দ. দুবিন্‌স্কি